



96836 - কতটুকু আমলরে মাধ্যমে নামাযরে ওয়াক্ত পাওয়া যায়?

প্রশ্ন

আমি ঘুম থেকে জেগে জোহররে নামায আদায় করছি। আমি দ্বিতীয় রাকাতে থাকা অবস্থায় মুয়াজ্জনি আসররে নামাযরে আজান দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার নামাযরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ফকাহবদি আলমেগণ এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষে হওয়ার আগে এক রাকাত নামায পড়তে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে। যদি এক রাকাতরে চয়েও কম পরিমাণ পয়ে থাকে; তবে সে কি ওয়াক্ত পলে; নাকি পলে না- এই নিয়ে তারা মতভেদে করেছেন।

একদল আলমেরে মতে, শুধু তাকবীরে তাহরমি পাওয়ার মাধ্যমেই ওয়াক্ত পাওয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষে হয়ে যাওয়ার আগে তাকবীরে তাহরমি উচ্চারণ করতে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে এবং তার নামায আদায় হিসেবে গণ্য হবে; কাযা হিসেবে নয়। এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবরে অভিমত।

অন্য একদল আলমেরে অভিমত হল, পূর্ণ এক রাকাত না পলে ওয়াক্ত পাওয়া হল না। এটি মালকি ও শাফয়ে মাযহাবরে অভিমত। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পলে সে নামায পলে”। [সহি বুখারী (৫৮০) ও সহি মুসলিম (৬০৭)]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি ফজররে নামায পলে। যে ব্যক্তি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে আসররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি আসররে নামায পলে।” [সহি বুখারী (৫৭৯) ও সহি মুসলিম (৬০৮)]

প্রথম মতাবলম্বীরা দলি দনে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসটি দিয়ে, যে হাদিসে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসররে নামাযরে এক সজেদা পলে সে ব্যক্তি যেনে নামায পূর্ণ করে। আর যদি কেউ সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজররে নামাযরে এক সজেদা পায় তাহলে সে যেনে নামায পূর্ণ করে”। [মুত্তাফাকুন আলাইহি] নাসাঈর বর্ণনাতএ এসছে- “সে নামায পলে”। তাছাড়া নামায পাওয়ার সাথে যদি নামাযরে কোন হুকুম সম্পৃক্ত হয়



সক্ৰেত্রে রাৰাকাত পাওয়া বা রাৰাকাতরে চয়েে কম পাওয়া উভয়টা সমান। যমেন- জামাত পাওয়া, মুসাফরি ব্যক্তি মুকীমরে নামায পাওয়া। প্রথম হাদসিটি তার মাফহুম দয়িে প্রমাণ করছে; আর মাফহুমরে চয়েে মানতুক এর দললি অধিকি উত্তম।

[দখেুন: আল-বায়ি-এর ‘আল-মুনতাকা’ (১/১০), তুহফাহুল মুহতাজ (১/৪৩৪), আল-মুগনি (১/২২৮) ও আল- ইনসাফ (১/৪৩৯)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

দ্বিতীয় মত হচ্ছে: এক রাৰাকাত না পলেে নামায পাওয়া যাবে না। যহেতুে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যবে ব্যক্তি নামাযরে এক রাৰাকাত পলেে সে নামায পলেে”। এই মতটাই সঠিকি। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়ার মনোনীত অভিমত। কনেনা এ ব্যাপারে হাদসিরে বাণী সুস্পষ্ট। হাদসিটিতে রয়ছে জুমলায় শারতয়িা *مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ ...* (অর্থ- যবে ব্যক্তি নামাযরে এক রাৰাকাত পলেে সে নামায পলেে)। এই হাদসিরে মাফহুম হচ্ছে- যবে ব্যক্তি এক রাৰাকাতরে চয়েেও কম পয়েছে সে নামায পায়নি।

এ মতভদেরে ভিত্তিতে অন্য পাওয়াগুলোও নরিভর করে। যমেন- নামাযরে জামাত পাওয়া: এটি এক রাৰাকাতরে মাধ্যমে পাওয়া যাবে? নাকি শুধু তাকবীরে তাহরমিয়ার মাধ্যমে পাওয়া যাবে? সঠিকি মত হচ্ছে- এক রাৰাকাতরে মাধ্যমে জামাত পাওয়া যাবে। যমেনটি সর্বসম্মতকিরমে এক রাৰাকাত নামায পাওয়ার মাধ্যমে জুমার নামায পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে এক রাৰাকাত পাওয়া ছাড়া জামাত পাওয়া যাবে না। [আল-শারহুল মুমতী (২/১২১)]

যহেতুে মুয়াজ্জনি আসররে আযান দয়োর আগে আপনি যতেররে প্রথম রাৰাকাত নামায পড়ছেন সুতরাং আপনি ওয়াক্তমত নামায আদায় করছেন।

দুই:

ঘুমন্ত ব্যক্তিরি ওজর গ্রহণযোগ্য। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর নামায আদায় করা তার উপর ফরয হয়। আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বর্ণতি হাদসিে এসছে তনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যবে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে গছে কথিবা নামায না পড়ে ঘুময়িে গছে এর কাফফারা হল যখন তার স্মরণে পড়বে তখন নামায আদায় করা। [সহহি বুখারী (৫৭২) ও সহহি মুসলমি (৬৮৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলনে: “ঘুমরে ক্ৰেত্রে অবহলো হিসবে ধরতব্য নয়। অবহলো হল- যবে ব্যক্তি নামায পড়ে না; এমনকি অন্য ওয়াক্তরে নামায হায়রি হয়ে যায়। কারো এমন হয়ে গেলে সে যনে জগে উঠার পর নামায আদায় করে নেয়।” [সহহি মুসলমি (৬৮১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।